শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা কালক্রমে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে, গীতা ভারতে ধর্মসাধনা ও অধ্যাত্ম ভাবনার ইতিহাসে অনন্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। গ্রন্থকারের মতে, এর প্রকৃত নাম ভগবদ্গীতা উপনিষদ এবং আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র। অবশ্য প্রাচীন টীকাকারগণ (শঙ্করাচার্য, শ্রীধর স্বামী, রামানুজ প্রমুখ) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ভগবদ্গীতা বা গীতা নামে গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত প্রসিদ্ধি অনুসারে গীতা মহাভারতের অংশ, সুতরাং, বেদব্যাসই এর রচয়িতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর ন্যায় গীতার অপর নাম সপ্তশতী অর্থাৎ, শ্লোকসংখ্যা আনুমানিক ৭০০। আধুনিককালে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গীতায় মোট ১৮টি যোগ রয়েছে। ১৮টি যোগের মধ্যে চতুর্থ যোগটির নামকরণ করা হয়েছে জ্ঞানযোগ।

জ্ঞান বলতে আমরা মানসিক বিকাশ, বুদ্ধির বিকাশ এবং অন্তরের সমস্ত মলিনতাকে দূর করে ক্রমশ আলোর জগতে প্রবেশ করার নামই হল জ্ঞান। কিন্তু, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানযোগে যে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে সেটি বর্ণনা করা হল—

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডবদের দেখে মহাবীর অর্জুন পাপচিন্তা করে যুদ্ধ না করার সংকল্প করেন। গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে বিষণ্ণ চিত্তে রথের উপর অর্জুন বসে পড়েন। ন্যায় ধর্ম সংরক্ষণের জন্য কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য। তাই, সব্যসাচী অর্জুনকে শ্রীভগবান বললেন—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

2

ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্বলতা ত্যাগ করে মহৎ কল্যাণের নিমিত্ত ভবিষ্যৎ ধর্মযুদ্ধে উদ্যোগী করার লক্ষ্যেই শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট কথামৃত-ই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। নিষ্কাম কর্মযোগে প্রিয়শিষ্য অর্জুনকে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে শ্রীভগবান তাঁর স্বযোগ কর্মযোগ শিক্ষা দেবার পর বর্তমান অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করেন। পুনঃ জ্ঞান শব্দের গীতার ভাষায় ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, জ্ঞান শব্দে শাস্ত্র শিক্ষাই আলোকিত বিবেকজ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। মৃত্যু ও জীবনের অন্তরালে যে মহাশক্তি রয়েছে তাকে জানায় জ্ঞান। এই জ্ঞান পরম পবিত্র – "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ॥" কারণ জ্ঞানেই মোহের বিনাশ ঘটে, প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হলেই কেবল ফলাসক্তি বর্জন করে নিষ্কাম ভাবে কর্ম-অনুষ্ঠান সম্ভব। কর্তব্যের কাছে কেউ বন্ধু, দ্বেষ নেই, আত্মীয়-পর না ভেবে অনাসক্তভাবে কর্মসম্পাদনই নিষ্কাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগই এখানে জ্ঞান নামে অভিহিত। পরমেশ্বর স্বয়ং কল্পারম্ভে বিবস্বান সূর্যকে এই কর্মযোগ ব্যাখ্যা করেন, পরে সূর্য থেকে মনু, মনু থেকে ইক্ষ্বাকু, ও পরবর্তীকালে এই রাজর্ষি-গণ এই কর্মযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বহুকাল ব্যবধান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই যোগ ব্যাখ্যা করেন –

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্' (ভীষ্মপর্ব) অর্থাৎ, স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিরূপা মূলপ্রকৃতিকে বশীভূত করে মায়াশক্তি দ্বারা জগতের প্রয়োজনে আবির্ভূত হন। — প্রকৃতিং ... মায়য়া।" তিনি অধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে ন্যায় ধর্ম স্থাপনের অভিপ্রায়ে পাপীদের বিনাশ ও ধর্ম ও পুণ্যবানদের সুরক্ষিত করেন। তাই তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন রূপের দ্বারা বার বার আবির্ভূত হয়েছেন —

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" ৪/৭

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

জ্ঞান ও কর্ম উভয় সাধনার দ্বারাই জ্ঞানী আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন, তবে উভয় মার্গের মধ্যে কর্মযোগের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ ত্বরান্বিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ জগৎ কর্তা হয়েও প্রকৃতি পক্ষে তিনি অকর্তা, কারণ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররূপ মানুষ তিনি সৃষ্টি ~~করেছেন~~ করেননি, গুণ ও কর্মানুসারে মানুষের সৃষ্টি ফলে তিনি কর্মফলে কখনও লিপ্ত হন না এবং কর্মফলে কোনো স্পৃহাও নেই।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥" ৪/১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি কখনও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না, কর্ম, বিকর্ম, অকর্ম এই তিনটি কর্মের গতি প্রকৃতি চেনে বিকর্মকে পরিত্যাগ করে কর্মে অকর্ম অকর্মে যিনি কর্ম যিনি জানেন তিনিই প্রকৃত বিচক্ষণ, নিষ্কাম কর্মযোগ বিষয়কে জ্ঞানের দ্বারা যোগীর সমস্ত কর্ম দগ্ধ হয়ে যায়, বাসনা পরিত্যাগের পরিত্যাগপূর্বক জিতেন্দ্রিয় সর্বিক শরীর ধারণের জন্য যে কর্ম করেন তাকে কোনো পাপ স্পর্শ করে না, কোনো কোনো যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে তাদের উপাসনা করেন, আর অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সবকিছু দানের মাধ্যমে যজ্ঞ করেন, এই যজ্ঞ আবার অনেক রকম,

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮

4 এছাড়াও, বহুযোগী প্রাণায়াম্ যোগের মধ্যমে পাপ বিনাশ পূর্বক যজ্ঞবিদ্ হয়ে ওঠেন। অনন্ত জ্ঞানের আধার বেদে এরকম আরও লোককল্যাণরূপ যজ্ঞ বিহিত হয়েছে। অর্জুনও এই যজ্ঞ তত্ত্ব জেনে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। সকল যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ + এই জ্ঞান লাভ করলে অর্জুনের আর আত্মীয়-পর এরকম ভেদবুদ্ধি থাকবে না। সর্বভূতে একই পরমাত্মাকে দর্শন করে বিশ্ব কল্যাণ নিমিত্ত অর্জুন কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন। এবং সমস্ত রকমের অংযম থেকে মুক্ত হয়ে কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। অন্তিমে নিষ্কাম কর্মযোগে অমৃত ফললাভের জন্য শ্রীভগবান্ অর্জুনকে আহ্বান জানিয়ে বললেন — ৪/৪২ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥" ৪২